Visit Our Website :
natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৬ আগস্ট, ২০২৪

৪৭ বর্ষ ৩২ সংখ্যা ৫ আগস্ট, ২০২৪, সোমবার, ২০ শ্রাবণ, ১৪৩১

৫ আগস্ট ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ মুজফ্ফর আহমদ ও কৃষক আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব হরেকৃষ্ণ কোঙারের জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানাই।

বাজেট, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে মিছিল বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩ আগস্ট : নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে, পুনর্বাসন ছাড়া হঠাৎ করে হকার উচ্ছেদ করা এবং কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল মিছিল। বর্ধমান শহর সিপিআই(এম) ১ ও ২ এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে এক বিশাল মিছিল কার্জন গেটে থেকে রাজবাড়ি পর্যন্ত পরিক্রমা করে। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন জেলা নেতা অপূর্ব চ্যাটার্জী, তাপস সরকার, নজরুল ইসলাম, দীপঙ্কর দে প্রমুখ। বড় মিছিল দেখে বিসি রোডের দোকানদার ও ফুটপাতে যাত্রীরা দাঁড়িয়ে পড়েন। এই মিছিলে বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অপূর্ব চ্যাটার্জী জানালেন আমরা কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করছি। বাংলা ভাগের যে চক্রান্ত চলছে

তা আমরা আগের মতো রক্ত দিয়ে রুখবো। তিনি আরো জানান স্মার্ট মিটার বসাতে দেব না। রাজ্য সরকার কেন্দ্রের স্মার্ট মিটার বসানোর দাবি মেনে নিয়েছে। এর ফলে বিদ্যুতের দাম বাড়বে আর আপনার পকেট ভরবে।

বহু গ্রন্থের লেখক শিবানন্দ পাল এ বছর 'মুজাফ্ফর আহমেদ স্মৃতি পুরস্কার'-এর অন্যতম প্রাপক হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন। তাঁর গ্রন্থ 'সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাঁওতাল বিদ্রোহ'-এর জন্য এই পুরস্কার তিনি পাচ্ছেন। এছাড়াও লেখক ও সাংবাদিক প্রবীর পুরকায়স্থ, সাংবাদিক ও লেখক স্বর্ণেন্দু দত্ত-কে এই পুরস্কারে সম্মানিত করা হচ্ছে। আমরা 'নতুন চিঠি' পত্রিকা পরিবার তাঁদের অভিনন্দন জানাই। শিবানন্দ পাল নতুন চিঠি পরিবারের অন্যতম সদস্য।

অক্ষয়কুমার দত্ত জন্মবার্ষিকীতে আলোচনাসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২ আগস্ট : পূর্বস্থলী অক্ষয় কুমার দত্ত স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে ১ আগস্ট পূর্বস্থলী অক্ষয় কুমার দত্ত স্মৃতি পাঠাগারে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সহযোগিতায় এই সভায় বক্তব্য রাখেন— অধ্যাপক সাইদুল হক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অরিন্দম কোঙার, অনুপ সরকার, রামকৃষ্ণ সরকার প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন শিক্ষাবিদ প্রদীপ কুমার সাহা। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়, পূর্বস্থলী-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুমা তরফদার, শিক্ষাবিদ সুব্রত ভাওয়াল প্রমুখ। বক্তারা অক্ষয় কুমার দত্তের জীবনের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেন। তাঁরা বলেন, দিন দিন এদেশে সাধারণ বিজ্ঞান পড়ার ছাত্র-ছাত্রী কমে যাচ্ছে। একটা পরিসংখ্যান দিয়ে বক্তারা বলেন আমাদের দেশে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের সংখ্যা জনসংখ্যা অনুসারে শ্রীলংকা ও পাকিস্তানের থেকেও কম।

—এরপর চারের পাতায়

টানা বৃষ্টিপাতে জেলায় বন্যা পরিস্থিতি, শহরও থই থই

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৪ আগস্ট : এক বৃষ্টিতেই জলমগ্ন বর্ধমান শহর সহ সারা জেলা। ধান চাষের গতি বাড়লেও ক্ষতি হয়েছে সবজি চাষে। ১ আগস্ট ২৪ ঘণ্টার বৃষ্টিপাত হয় ২০২ মিলিমিটার। যেখানে সারা আগস্ট মাসে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ থাকে ২৪২ মিলিমিটার। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় জেলার ২৩টি ব্লক ও তিনটি পুরসভা ক্ষতিগ্রস্ত, জলমগ্ন। এর প্রভাবে ১০৩৪৮ জন বাসিন্দা ক্ষতিগ্রস্ত। এর ফলে ১৩৬১ বাড়ি আংশিক ক্ষতি এবং সম্পূর্ণ ভেঙেছে ২৭৩ বাড়ি। সিউড়ি রোড, বাদশাহী রোড অন্ডাল বিমান বন্দর জলের তলায় চলে যায়। ফলে যান চলাচল ব্যাহত হয়। প্লাবিত হয় মাঠের পর মাঠ। কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা যায় রোয়ার পর ৫১১০ হেক্টর জমি চলে যায় জলের তলায়। ভাতারের চাষি বিনয় বাগ জানালেন এই একদিনের জলে মাঠ ডুবে যাওয়ার একমাত্র কারণ, নয়নজলি, পুকুর, নিকাশি নালা বন্ধ করে দোকান, বাড়ি গড়ে তোলা।

এর ওপর মরার ওপর খাঁড়ার ঘা ডিভিসি ধাপে ধাপে বাড়িয়ে এক লক্ষ ৩০ হাজার কিউসেক জল ছেড়েছে দামোদর নদীতে। অজয় নদীতে জল ছেড়েছে ৪০ হাজার কিউসেক। এর ফলে জামালপুর, মেমারি, বর্ধমান নতুন করে প্লাবিত হবে। অজয়, কুনুর, খড়ি নদী ফুলে উঠেছে। অবৈধ বালি উত্তোলনের ফলে এই বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

প্রবল বৃষ্টির জমা জলে বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে নেমে নিখোঁজ হয়ে যায়। দশম শ্রেণির ছাত্র সূর্য ঘোষ (১৬)-এর বাড়ি মন্তেশ্বর থানার দেনুর গ্রাম

—এরপর চারের পাতায়

জলমগ্ন মেমারি পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২ আগস্ট : টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন মেমারি বিস্তীর্ণ এলাকা। ভোগান্তির শিকার পড়ুয়া থেকে সাধারণ মানুষ। গত ২৪ ঘন্টায় একটানা ভারি বৃষ্টিপাতে জলমগ্ন মেমারি পৌরসভার একাধিক ওয়ার্ড। শুক্রবার ভোরের আলো ফুটতেই দেখা যায় মেমারি পৌরসভায় প্রায় হাঁটু জল পার হয়ে স্কুল পড়ুয়া থেকে সাধারণ মানুষ রাস্তায় চলাচল করেছে। এই রাস্তাটি সমগ্র জেলার যোগাযোগ মাধ্যম। মেমারি পৌরসভার নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলছে শহরবাসী। দীর্ঘক্ষণ জলমগ্ন হয়ে থাকলেও মেমারি পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলারের এলাকায় দেখা পাওয়া যায়নি। গত বুধবার থেকে বিভিন্ন স্কুলে তৃতীয় সেমিস্টারে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। অথচ শহর মেমারির বিভিন্ন স্কুলে যেতে হলে প্রায় হাঁটু জল ভেঙে শিক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছাতে হচ্ছে শিক্ষক, পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের।

অভিযোগ দীর্ঘদিন নিকাশি ব্যবস্থা সচল না থাকায়

ড্রেনের জমা জলে মশাবাহিত রোগের জীবাণু বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে বর্ধমান শহরে একটি ওয়ার্ডে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়েছে। আক্রান্ত সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৩ জন। অথচ নির্বিকার মেমারি পৌরসভা, দেখা নেই কাউন্সিলর থেকে পৌর প্রধান কারোরই।

যোগীপন্থী দিদির বুলডোজার কেড়ে নিচ্ছে গরিবের রুটি

নিজস্ব সংবাদদাতা: বর্ধমান, ৪ আগস্ট : যোগী সরকার কে মা মাটি মানুষের সরকার বুলডোজার সরকার বলে কটাক্ষ করেছিল। সেই সরকার নির্বিচারে বুলডোজার চালিয়ে হকার উচ্ছেদে নেমেছে। নির্দিষ্ট দিন ঘোষণা করেই ১ আগস্ট ফের বর্ধমান শহরে বুলডোজার চালালো পৌরসভা। নির্বিচারে হকারদের জীবন জীবিকার উপর এমন আক্রমণে ক্ষুব্ধ শহরের মানুষ।

হকার আমনা খাতুন বলেছেন দিদি বুলডোজার'টা বুকের উপর চালিয়ে দিন, দোকানের উপর না চালিয়ে। লেখা-পড়া শিখেছি কাজ নেই, চাকরি

নেই চুরি-ডাকাতি করিনি, ব্যবসা করে খাচ্ছিলাম সেটাও ভেঙে দিলেন দিদি? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বর্ধমান হাসপাতাল পেরিয়ে নার্স কোয়ার্টারের কাছে শ্যামলাল রোডের উপর যে হকার বসেছে তৃণমূলের কাউন্সিলর'রা টাকা নিয়ে বসিয়ে ছিল তাঁদের। ১০-১২ বছর ধরে তৃণমূলকে টাকা দিয়ে ব্যবসা করছেন এই হকার'রা। এদিন সেই হকারদের উচ্ছেদ করার সময় তাঁরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেন, কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মহিলা, শিশু, বৃদ্ধারা। এক মহিলা শিশু সহ চেয়ারম্যানের পা ধরে বলেন, দোকানটা ভাঙবেন না, না খেয়ে আমরা মরে যাবো। কিন্তু তাঁদের কথায় কোন রকম কর্ণপাত না করে বুলডোজার দিয়ে এদিন প্রায় ৭০টি দোকান ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়। চোখের সামনে তাঁদের রুজি-রুটি ধ্বংস হচ্ছে দেখে শিশুটি চিৎকার করে বলতে থাকে মুখ্যমন্ত্রী কি আমাদের খেতে

—এরপর চারের পাতায়

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০২৪

প্রকাশিত হচ্ছে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে।

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ৩১ জুলাই।

লেখা মেইল-তে লেখা পাঠান ইউনিকোর্ডে কম্পোজ করে।

sharadiyanc@gmail.com

নতুন চিঠি

৫ আগস্ট, ২০২৪

যাত্রী সুরক্ষা ও ভারতীয় রেল

প্রায় ৬৯০০০ কিলোমিটার বিস্তৃত ভারতের রেল লাইন যাকে ভারতের লাইফলাইনও বলা হয়। প্রতিদিন ২ কোটি মানুষ রেল সফর করেন এবং তাঁদের পরিষেবা দেবার কাজে নিযুক্ত রয়েছেন কমপক্ষে ১২০০০ রেলকর্মী। বিগত এক বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের বদান্যতায় এই ক্ষেত্রটি শাটে ওঠা পরিস্থিতি হয়েছে। রেলে প্রতিদিনই খুচরো কিছু সমস্যা থেকে যায়, যেমন ইঞ্জিন বিকল, কাপলিং খুলে যাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু বড় দুর্ঘটনা সাম্প্রতিককালে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ২ জুন ২০২৩ ব্যাঙ্গালোর-হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ২৯৩ জন যাত্রী মারা যান ১১০০ জন আহত হন। সেই মৃত্যুমিছিল থামছে না, এমনই অপদার্থ হয়ে পড়েছে রেল দপ্তর! গতবছর ২৯ অক্টোবর বিশাখাপত্তনমে প্যাসেঞ্জার ট্রেনের দুর্ঘটনায় ১১ জন মারা যায়, আহত হয় ৬০ জন। এবছর ১৭ জুন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনায় সমসংখ্যক যাত্রী আহত-নিহত হয়েছেন। পরের দিন উত্তরপ্রদেশের গোন্ডায় চণ্ডীগড়-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার কবলে পড়ে—৪ জন মারা যান, ৪০ জন জখম হন। আর ৩০ জুলাই হাওড়া-মুম্বাই মেলের দুর্ঘটনায় আহত নিহতের সংখ্যা যথাক্রমে ২ এবং ২০ জন।

এই তথ্য থেকে যেটা উঠে আসে তা হলো ভারতের রেল পরিষেবা ক্ষয়রোগে আক্রান্ত। এমন নয় যে এগুলো সবগুলোই নিছক দুর্ঘটনা যার ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ নেই। প্রধানমন্ত্রী এদেশে বুলেট ট্রেন চালু করতে আগ্রহী। ভোটের আগে দিকে দিকে ঘটা করে উদ্বোধন করা হয়েছে 'বন্দে ভারত' ট্রেন। কিন্তু প্রদীপের নিচের অন্ধকারের মতোই অবহেলিত থেকে যাচ্ছে যাত্রী নিরাপত্তা এবং যাত্রী পরিষেবার মূল প্রশ্নটি। ট্রেন দেরিতে চলা, শৌচালয়ে জল না থাকা, এসি কামরায় এসি বন্ধ থাকা ইত্যাদি তো নৈমিত্তিক ঘটনা। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটার পর একটা দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি। 'কবচ' নামক স্বয়ংক্রিয় ট্রেন সুরক্ষা (ATP) ব্যবস্থার কথা ঘটা করে ২০২০ সালে চালু করা হলেও তার কাজ চলছে শম্বুক গতিতে। তার মূল কারণ বাজেট বরাদ্দ। ২০২৩-২৪ সালের ২.৪১ লক্ষ কোটি থেকে ২০২৪-২৫ সালে ২.৫৫ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। টাকার অঙ্কে সামান্য বাড়লেও ব্যয়বৃদ্ধি হিসেবে আসলে প্রকৃত বরাদ্দ কিছুই বাড়েনি।

তবে প্রকৃত সমস্যা অর্থবরাদ্দ নয় সদিচ্ছায়। রেলের যাত্রী নিরাপত্তা দুর্বল হোক সম্ভবত কেন্দ্রীয় সরকার এটাই চায়, যাতে এতবড় একটা সরকারি ক্ষেত্র দোস্ত ধনপতিদের হাতে তুলে দেবার মওকা পাওয়া যায়। তা না হলে রেল দুর্ঘটনা নিয়ে বিরোধীদের প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে দুর্ঘটনাকে 'ছোট ঘটনা' বলে কেন দেখাতে চাইবেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব? কেনই বা দুর্ঘটনার প্রকৃত তদন্ত হওয়ার আগেই নাশকতা বা অন্তর্ঘাতের গল্প শোনানো হবে এবং তার একটা বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক ভাষ্য রচনা করা হবে? বালাসোরে রেল দুর্ঘটনার পর ইসকন মন্দিরকে মসজিদ দেখিয়ে এবং স্টেশন ম্যানেজারের ধর্মীয় পরিচিতি নিয়ে কুৎসিত প্রচার চলেছিল। অতি সম্প্রতি গুলজার শেখের নির্দোষ এক রিল নিয়ে সাম্প্রদায়িক প্রচার শুরু হয়েছে। তথ্য যাচাই করে অল্ট নিউজ যাকে 'ভুয়ো' খবর বলেছে সেই 'রেল জিহাদ' শব্দ আমদানি করা হয়েছে। এই শয়তানি চালে রেলে যাত্রী নিরাপত্তার প্রশ্নটি যাতে আড়ালে চলে না যায় তা নিয়ে সংসদের ভিতরে শুধু নয়, বাইরেও প্রতিবাদ আন্দোলন বাড়াতেই হবে।

চিঠিপত্র

মতামত পত্রপ্রেরকের নিজস্ব

স্মৃতিপটের চিঠি

আগামী ১৫ আগস্ট কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মদিন। মিছিলের সঙ্গে কবিতাকে যুক্ত করে এক নতুন মাত্রায় উন্নীত করেছিলেন। তাঁর 'রাণার' কবিতাটি শম্ভু ভট্টাচার্যের নৃত্য নৈপুণ্যে এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে সারা বাংলার সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষকে এক নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিল। শম্ভু ভট্টাচার্যের নৃত্যে কলকাতা এবং শহরতলীতে অনেকবার উপস্থিত থাকার সুযোগ ঘটেছিল আমার। বিগত শতকের ৮০-এর দশকের গোড়ায় অনুপ কুমার উদ্যোগী হয়েছিলেন একটি সর্বভারতীয় গণনাট্য উৎসবের আয়োজনে। কলকাতায় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে উপস্থিত হয়েছি উৎসবে। একদিন মঞ্চে এক বিরল পরিবেশনা দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গান গাইছেন, শম্ভু ভট্টাচার্য সেই চিরাচরিত পোষাকে নৃত্য পরিবেশন করছেন। 'রাণার' কবিতাটির সুরকার সলিল চৌধুরী হাত নেড়ে সঙ্গীত পরিচালনা করছেন। আলোর জাদুকর তাপস সেন আলোর মায়াজালে অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে তুলছেন। এই চার কৃতী মানুষের অনুষ্ঠান দেখার এই বিরল সুযোগ আমার হয়েছিল। সর্বভারতীয় শিল্পীদের অনেক অনুষ্ঠানই ছিল তবে এই অনুষ্ঠানটি আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটে আছে। সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে 'রাণার' ছুটে চলবে দিক থেকে দিগন্তে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নব জীবনের জয়গানে।

অরুণ মজুমদার
বর্ধমান

ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার দুই পথিকৃৎ—মুজাফ্ফর আহমেদ ও হরেকৃষ্ণ কোঙার

সেখ সাহিদুল হক

৫ আগস্ট মুজাফ্ফর আহমেদ ও হরেকৃষ্ণ কোঙার-এর জন্মদিন। দুজনেই ছিলেন আমাদের রাজ্যে তথা সারা দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার দুই অন্যতম পথিকৃৎ। মুজাফ্ফর আহমেদ (কাকাবাবু)-র জন্মদিন গোটা রাজ্য জুড়ে পালিত হয়। আমাদের জেলায় (অবিভক্ত বর্ধমান জেলায়) কাকাবাবুর জন্মদিন পালনের সঙ্গে সঙ্গে কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙারের জন্মদিনও পালন করি। পালন করি এই কারণে যাতে তাঁদের বিপ্লবী জীবনধারা, আদর্শবোধ এবং কর্ম পরিচালন পদ্ধতি হতে আমরা শিক্ষা নিয়ে নিজেদের চেতনাকে সমৃদ্ধ করতে পারি এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশে শ্রেণি আন্দোলনকে আরো ইস্পাতদৃঢ়, সংহত এবং সচেতন করতে পারি।

রাজ্য এবং দেশ জুড়ে আমরা প্রতিকূল অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। সারা দেশে ফ্যাসিবাদী আর.এস.এস.-এর নির্দেশে বর্তমান বিজেপি-পরিচালিত কেন্দ্রের সরকার কর্পোরেট পুঁজি এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির মেলবন্ধন ঘটিয়ে একদিকে বিভেদ বিভাজনের রাজনীতি করে হিন্দুত্ববাদী পথে হাঁটছে, অপরদিকে কর্পোরেটের পুঁজির সেবা করে নয়া উদারবাদী নীতিকে উলঙ্গভাবে কার্যকরী করে চলেছে। আমাদের রাজ্যে এইসব শক্তির আস্ফালন বাড়ছে। পাশাপাশি রাজ্য পরিচালনায় আছে লুম্পেনদের একটি দল যারা দুর্নীতি এবং তোলাবাজিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এবং ধান্দা পুঁজির সেবা করে, গণতন্ত্রকে খতম করে স্বৈরতান্ত্রিক নামের সরকার পরিচালনা করছে। সারা দেশের এবং আমাদের রাজ্যের বাম আন্দোলন এবং বৃহৎ অর্থে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রতিকূল এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করে পথ চলতে হচ্ছে। এখানেই কাকাবাবু এবং হরেকৃষ্ণ কোঙারের প্রাসঙ্গিকতা। কেননা এই দুজনেই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সমস্ত ধরনের আক্রমণ ও সন্ত্রাস মোকাবিলা করেই কমিউনিস্ট আন্দোলনকে, শ্রেণি আন্দোলনকে, শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলনকে গড়ে তুলেছেন, বিকশিত করেছেন, শক্ত পায়ের ওপর দাঁড়ি করিয়েছেন। তাই তাঁদের জীবন ও কার্যাবলী জানা এবং সেখান থেকে শিক্ষা লাভ করা দরকার।

মুজাফ্ফর আহমেদ হলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। একজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী ১৮৮৯ সালের আগস্ট মাসের (শ্রাবণ মাসের) ৫ তারিখে (৫ তারিখকে সব মিলিয়ে ধরা হয়েছে, সেদিন ছিল সোমবার) অবিভক্ত বাংলা নোয়াখালি জেলার সন্দীপ দ্বীপের মুসাপুর গ্রামে মুজাফ্ফর আহমেদ জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৩ সালে নোয়াখালি জেলা স্কুল হতে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কলকাতা আসেন। প্রথমে হুগলি মহসিন কলেজ, পরে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে পড়াশুনা করেন। প্রথমে অনুবাদকের কাজ, পরে জীবিকার জন্য আরো নানা কাজে যুক্ত হয়ে ১৯১৯ সাল নাগাদ তিনি 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা' সমিতিতে যোগদান করেন। পল্টন হতে ফিরে ১৯২০ সালে নজরুল ইসলামও বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে ওঠেন। এখানে থেকেই দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। আমৃত্যু তা বজায় ছিল। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার মহান নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব পড়ে সারা বিশ্বে। বিপ্লবের প্রভাবে ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে মুক্তি আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। ১৯২০ সালে তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় অধিবেশনে লেনিনের নেতৃত্বে ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বিপ্লবের কর্মসূচি গৃহীত হয়। ভারতেও স্বাধীনতার সংগ্রাম তীব্র হয়ে ওঠে, বৈপ্লবিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯২০ সালে ভারতের শ্রমিক সংঠনগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে গঠন করে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। এই সময়ই কমরেড মুজফ্ফর আহমেদ সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী হবার সিদ্ধান্ত নেন এবং রুশ বিপ্লবের আদর্শে শ্রমিক-কৃষকের বৈপ্লবিক আন্দোলন গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। একদিকে শ্রমিকদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে খিদিরপুরে জাহাজের খালাসিদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলেন, অপরদিকে গোপনে কমিউনিস্ট পুস্তিকাদি ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ তার প্রচার আরম্ভ করেন। অর্ধাহার, অনাহার, দুঃখ-কষ্টকে সহ্য করেই এবং পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি নিরলসভাবে এ কাজ করতে থাকেন। কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। সেই সময় তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন কমরেড আব্দুল হালিম।

এই সময়েই তাঁর সাথে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তিনি বোম্বাইয়ের ডাঙ্গে ও অন্যান্য প্রদেশের সমমতাবলম্বী বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ১৯২১ সালের শুরুতে দেশত্যাগী ভারতীয় মোহাজীর বিপ্লবীদের নিয়ে মধ্যতাজিয়ার তাসখন্দে এবং পরে মস্কো শহরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। বাংলায় তিনিই প্রথম পার্টি সদস্য। কমিউনিস্ট পার্টির কাজ তখন নিষিদ্ধ। সেই কঠিন অবস্থায় তিনি পার্টি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন, শ্রমিকদের মধ্যে কাজ শুরু করেন। সেই সাথে এ. কে ফজলুল হকের 'নবযুগ' পত্রিকায় শ্রমিকদের জীবন, সমস্যা ও সংগ্রাম নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। ১৯২২ সালে প্রকাশিত নজরুলের 'ধূমকেতু' পত্রিকায় 'দ্বৈপায়ন' ছদ্মনামে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন।

১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের ব্রিটিশ সরকার মুজফ্ফর আহমদ, ডাঙ্গে প্রমুখের নামে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ দায়ের করে। তাঁকে কানপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্য অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন শওকত ও সমদিন ও নলিনী গুপ্ত। এটি কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত। এই মামলায় তাঁর চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। সাধারণ কয়েদি হিসাবে তাঁকে পাঠানো হয় উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলি জেলে। এখানে কঠিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হলে তিনি মেয়াদের আগেই মুক্তি পান। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কানপুরে কমিউনিস্ট সম্মেলন ডাকা হয়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কলকাতায় ফেরার পথে তিনি ওই সম্মেলনে যোগ দেন। সত্যভক্ত নামে একজন ওই সম্মেলনে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মতবাদকে অস্বীকার করে জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে উদ্যোগ নিলে মুজফ্ফর আহমেদ ও বোম্বাইয়ের ঘাটে তাঁর সেই উদ্যোগ ব্যর্থ করেন। নবগঠিত কমিউনিস্ট পার্টির যুগ্ম সম্পাদক হন ঘাটে। মুজফ্ফর আহমেদ কেন্দ্রীয় কমিটিতে যুক্ত হন। তিনি শ্রমিক-কৃষক দলের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির নীতি কার্যকর করে তুলতে থাকেন। এই সময় ১৯২৫ সালে দেবার স্বরাজ পার্টি কলকাতায় গঠিত হলে তার মুখপাত্র 'লাঙল' পত্রিকায় তিনিও নজরুল ইসলাম যুক্ত হন। কয়েক মাস পর পত্রিকাটি বন্ধ হলে 'লাঙল'-এর নাম পরিবর্তন করে প্রকাশিত হয় 'গণবাণী' পত্রিকা। গঙ্গাধর বিশ্বাস সম্পাদক হলেও প্রকৃত সম্পাদক ছিলেন মুজফ্ফর আহমেদ। এখানে মার্কসবাদ ও বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের বাংলা অনুবাদ এখানেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯২৭-২৮ সালে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন, বিশেষ করে শ্রমিক আন্দোলন এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যেই সংগঠিত অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন, শ্রমিক-কৃষকের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আন্দোলন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে কানপুরে এবং নভেম্বর মাসে দিল্লিতে এ.আই.টি.ইউ.সি-র অধিবেশনে মুজাফ্ফর আহমেদ যোগ দেন। তিনি ওই সংগঠনের সহ-সভাপতি ছিলেন। ক্রমবর্ধমান শ্রমিক সংগ্রাম এবং তাতে কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধিতে ব্রিটিশ শাসকদের আতঙ্ক বেড়ে যায়। আক্রমণের মাত্রা বাড়তে থাকে, 'গণবাণী' অফিসে অভিযান চালায়। সমস্ত মার্কসবাদী পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত করে। এই সময় খড়গপুর রেল শ্রমিকদের ধর্মঘট, চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট, বন্দর শ্রমিকদের ধর্মঘট ইত্যাদিতে তিনি যুক্ত ছিলেন। কলকাতা কর্পোরেশনের ধাঙর, মেথর ও ঝাড়ুদারদের ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেবার জন্য তিনি গ্রেফতার হন। ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে সর্বভারতীয় শ্রমিক-কৃষকদল গঠিত হয়। বাংলায় এই দলের সম্পাদক হন মুজাফ্ফর আহমেদ। ১৯২৮ সালের ১৫ই জুলাই থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসের অধিবেশ। ঔপনিবেশিক দেশসমূহে মুক্তি আন্দোলনের নতুন দিশা উপস্থাপিত হয়। এতে অনুপ্রাণিত হয়ে মুজাফ্ফর আহমেদ ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে শ্রমিক-কৃষক দলের অধিবেশনে বলেন শ্রমিক-কৃষক পার্টির বদলে শ্রমিক শ্রেণির কমিউনিস্ট পার্টিকেই পুনঃগঠিত করতে হবে। ১৯২৯ সালের জানুয়ারিতে সেই কাজ করা হয়। কিন্তু এর সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী করার আগেই ব্রিটিশ ভারত সরকার দমননীতি প্রয়োগ করে। শ্রমিক-কৃষকের অফিসে আক্রমণ নেমে আসে। ৩২ জন নেতা ও কর্মী এমনকি সাধারণ সমর্থক গ্রেপ্তার হন। মুজাফ্ফর আহমেদ গ্রেপ্তার হন। তাঁদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের '৭২১ এ' ধারায় ষড়যন্ত্রের মামলা দায়ের করা হয়। এটি মিরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা নামে ভারতখ্যাত। চার বছর মামলা চলে। কমিউনিস্ট বন্দিরা যে দীর্ঘ বিবৃতি দেয় তা এক গুরুত্বপূর্ণ কমিউনিস্ট দলিল। মুজাফ্ফর আহমেদ কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলিষ্ঠভাবে কমিউনিস্ট মতবাদ ঘোষণা করেন; কমিউনিস্টদের প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। মুজফ্ফর আহমেদের সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। পরে এলাহাবাদ হাইকোর্টে দণ্ডাদেশ কমিয়ে তিন বছর করে।

—এরপর তিনের পাতায়

তাপপ্রবাহ

অশ্বিনীকুমার

এই বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে গ্রীষ্মের প্রবল দাবদাহ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। তবু কিছু কথা বলা দরকার বৈজ্ঞানিক তথ্যের ওপর নির্ভর করে। যেমন, তাপপ্রবাহ বলব প্রাকৃতিক কোন অবস্থাকে? ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের বিজ্ঞানীদের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশের তাপমাত্রা সমতলে চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ও পাহাড়ি অঞ্চলে তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ছুঁলে, সেই অবস্থাকে তাপপ্রবাহ হিসাবে ধরা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করে রাখি, আমাদের শরীরের ভেতরের তাপমাত্রা যাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় আমরা 'কোর টেম্পারেচার' বলি তা স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। শরীর তার নিজস্ব বিপাকীয় কার্যক্রমের দ্বারা এই শরীরের ভেতরের তাপমাত্রাকে নিখুঁতভাবে রক্ষা করে চলে সুস্থ অবস্থায়। এই তাপমাত্রার হেরফের অসুস্থতা হিসাবে ধরা হয়। আমাদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় এই বছর তাপপ্রবাহ চলেছে প্রায় চল্লিশ দিন।

আমাদের দেশে তাপপ্রবাহে এই বছর মারা গেছে প্রায় দেড়শো জন; মার্চ থেকে শুরু করে জুন মাসের কুড়ি তারিখের মধ্যে ঘটেছে এই মৃত্যু। এই সময়ের মধ্যে প্রায় বেয়াল্লিশ হাজার মানুষ তাপপ্রবাহজনিত কারণে অসুস্থ হয়েছে দেশের নানাপ্রান্তে। কানপুরে তাপমাত্রা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রিতে পৌঁছানোর পর বহু বাদুরের মৃত্যু হয় ওই অঞ্চলে। ঝাড়খণ্ডে তিরিশটি হনুমান তৃষ্ণার্ত হয়ে একটি কুয়োতে ঝাঁপ দেয় জলের আশায় ও সেখানে ডুবে তাদের মৃত্যু হয়। দিল্লির পারদ মে মাসের ঊনত্রিশ তারিখে পৌঁছেছিল পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। এই তাপপ্রবাহে সবচেয়ে বেশি শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কারা? বলা বাহুল্য, দেশের দরিদ্র মানুষের মধ্যে এই তাপপ্রবাহ সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে। পথবাসী যারা, ফল, সব্জি বিক্রেতা যারা, তাদের বেশিরভাগ সময় কাটে সরাসরি রোদের মধ্যে। আর এই প্রবল গ্রীষ্মে তারা যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ন্যাশনাল হকার্স ফেডারেশনের হিসাব অনুযায়ী দিল্লিতে এপ্রিল-মে মাসে রাস্তার হকারদের মধ্যে তাপপ্রবাহে অসুস্থ হয়ে পড়েন সাতশোর বেশি মানুষ ও এদের মধ্যে অনেকে আর ঘরে ফেরেননি। দিল্লির রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালে শুধুমাত্র জুন মাসে হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হন প্রায় পঁচাত্তর জন মানুষ; মারা যান সাতাশ জন। ওই বছর রাস্তার ফল-বিক্রেতা, কল-কারখানায় কর্মরত শ্রমিক ও অন্যান্য অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে তাপপ্রবাহজনিত অসুস্থতার মাত্রা খুবই বেশি। অন্য বহু কর্মক্ষেত্রে যখন বাইরে না বেরিয়ে কাজ করার ও শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে কাজ করার সুযোগ আছে ও শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়িতে যাতায়াতের সুযোগ আছে, এইসব প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে সে সুযোগ একেবারেই নেই; তাই পেটের দায়ে ঘরের বাইরে প্রখর রোদে কাজ করতে বাধ্য এইসব মানুষেরা। ফলে, অসুস্থতা, মৃত্যু এদের মধ্যেই দেখা গেছে সবচেয়ে বেশি, এই তাপপ্রবাহের প্রভাবে।

এই হিটস্ট্রোক বা হিট এক্সহশান নির্ণয় করার উপায় চিকিৎসকদের কাছে নির্দিষ্ট কিছু তথ্য। যেমন, দীর্ঘ সময় রোগী ঘরের বাইরে রোদে ছিল কিনা, রোগীর শরীরের তাপমাত্রা প্রায় সাড়ে চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ছাড়িয়েছে কিনা ও রোগী চেতন, আধোচেতন বা অচেতন অবস্থায় আছে কিনা। রোগী চেতন অবস্থায় থাকলে মাথাব্যথা, বমিভাব, বিকার অবস্থা ইত্যাদি নিয়ে ডাক্তারের কাছে পৌঁছাতে পারে। এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান অব্যাহত আছে। অনেকের মতে, মস্তিষ্ক, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, কিডনি, লিভার, নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে হিটস্ট্রোকের ফলে।

তাপপ্রবাহ কিন্তু একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। প্রকৃতির ওপর মানুষের ব্যাপক হস্তক্ষেপের কারণে—যেমন জঙ্গল কেটে ফেলা, জলাশয় ভরাট, কংক্রিটের জঙ্গল তৈরি, যাকে আমরা নগরোন্নয়ন বলি, পেট্রোল-ডিজেলের দহন এসব ব্যাপার তাপপ্রবাহকে স্বাভাবিকের চেয়ে মারাত্মক আকারে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। ভারতে তাপপ্রবাহ দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। তাপপ্রবাহের ভয়াবহতা বাড়ছে। বাড়ছে তাপপ্রবাহের সংখ্যা। ভুললে চলবে না, বিশ্ব উষ্ণায়ন তাপপ্রবাহকে বাড়তে সাহায্য করছে।

কিন্তু পেছনের দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারবো, আজকের অবস্থা হঠাৎ করে তৈরি হয়নি। ১৯৯৮ সালের মে মাসে দু'সপ্তাহের যে তাপপ্রবাহ চলেছিল আমাদের দেশে তা বিগত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক। ১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসে তাপমাত্রা পৌঁছেছিল চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে, দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে। অন্ধ্রপ্রদেশে ২০০৩ সালে তাপপ্রবাহজনিত কারণে মারা যায় তিন হাজারের বেশি মানুষ। এই একই কারণে আমেদাবাদে ২০১০ সালে প্রায় তেরোশো মানুষের মৃত্যু হয়। এরপর ২০১৬, ২০১৮, ২০১৯, ২০২২ ও ২০২৩ সালে তাপপ্রবাহের কবলে পড়ে আমাদের দেশ।

২০২২ সালে ভারত ও পাকিস্তানের তাপপ্রবাহকে কেন্দ্র করে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান প্রমাণ করেছে যে শুধুমাত্র মানুষের অনিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপের কারণে, তাপপ্রবাহের প্রবণতা বেড়েছে বহুগুণ ও গড়পড়তা তাপপ্রবাহে এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধি লক্ষ করা গেছে। ভবিষ্যতে বিশ্ব উষ্ণায়নের নিরিখে একথা বলা যায়, প্রায় দুই ডিগ্রি গড় তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা আছে। এই হিসাব করা হয়েছে শিল্পায়নের আগে পরিবেশের গড় তাপমাত্রার সঙ্গে তুলনায়। এই অবস্থায় ভবিষ্যতে তাপপ্রবাহের সংখ্যা বাড়তে পারে। মানুষের সৃষ্ট নানা কারণে তাপপ্রবাহের হার আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের আগে কয়েক বছর অন্তর তাপপ্রবাহ দেখা যেত। এখন প্রতিবছর আমাদের দেশে তাপপ্রবাহের ঘটনা ঘটে চলেছে। প্রাকৃতিক কারণে মৃত্যুর ঘটনায় বিগত দশ বছরের হিসাব অনুযায়ী বন্যার পর তাপপ্রবাহ এই মৃত্যুর অন্যতম কারণ।

বিশ্ব উষ্ণায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়েছে তাপপ্রবাহের কারণ নির্ণয়ে। এক্ষেত্রে গ্রীনহাউস গ্যাসের কথা অবধারিতভাবে এসে পড়ে। এই গ্রীনহাউস গ্যাস আসলে কী? গ্রীনহাউস গ্যাস বলতে আমরা বুঝি, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ও আরও কিছু গ্যাসকে। এই গ্রীনহাউস গ্যাস আমাদের বায়ুমণ্ডলে মেশে মূলত কলকারখানা, পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদি জ্বালানির দহনের ফলে। এসবই মনুষ্যসৃষ্ট। শিল্প-বিপ্লবের পর সারা বিশ্বে লাগামহীন শিল্পায়নের দৌলতে বায়ুমণ্ডল ভরে উঠেছে গ্রীনহাউস গ্যাসে। আমেরিকায় যত গ্রীনহাউস গ্যাস উৎপন্ন হয় তার শতকরা আশিভাগ কার্বন-ডাই-অক্সাইড। ১৯৯০ থেকে ২০২২-এ সাল অবধি ভারতে যত গ্রীনহাউস গ্যাস তৈরি হয়েছে তার শতকরা প্রায় আটষট্টিভাগ কার্বন-ডাই-অক্সাইড, শতকরা সাড়ে ছয়ভাগ নাইট্রাস অক্সাইড, শতকরা সাড়ে তেইশভাগ মিথেন ও প্রায় শতকরা দুইভাগের মতো ফ্লোরিনেটেড গ্যাস। আবার সারা বিশ্বে ১৯৯০ থেকে ২০২২ সাল অবধি গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমনের হিসাব কার্বন-ডাই-অক্সাইডের তুল্য হিসাবে ধরলে যে ছবি আমাদের সামনে হাজির হয় তার গুরুত্ব বোঝা সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে। ব্যাপারটা বোঝবার ও বোঝার দায়িত্ব নিয়েছেন পরিবেশ বিজ্ঞানীরা। যেমন ১৯৯০ সালে সারা বিশ্বে কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে তুল্য হিসাবে ধরে ওই গ্যাসের নির্গমন হয়েছে পঁয়ত্রিশ হাজার মিলিয়ন টনের থেকে বেশি। আর ২০২২ এই নির্গমন বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ষাট হাজার মিলিয়ন টনের কাছাকাছি।

'ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ' হলো ইউনাইটেড নেশনস-এর একটি সংস্থা যে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বের প্রায় সব দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে তৈরি হয়েছে; সংক্ষেপে আইপিসিসি। এই আই পি সি সি-র বৈঠকে আমেরিকা গ্রীনহাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণে নিজের দেশের শিল্পপতিদের লাগাম পরাতে অস্বীকার করে।

১৯৯০ সালে সারা বিশ্বে যে পরিমাণ গ্রীনহাউস গ্যাস বাতাসে মিশছিল, ২০২২ সালে তা শতকরা প্রায় ষাটভাগ বৃদ্ধি পায়। এই গ্রীনহাউস গ্যাসের প্রভাবে ভারত মহাসাগরের জলতলের তাপমাত্রা ২০২০ থেকে ২১০০ সালের মধ্যে প্রায় দেড় থেকে তিন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়তে পারে বলে অনুমান পরিবেশবিজ্ঞানীদের। সামুদ্রিক তাপমাত্রা ১৯৭০ থেকে ২০০০ সাল অবধি গড়ে প্রতিবছর ছিল প্রায় কুড়ি দিন। এখন তা প্রায় ২২০ থেকে ২৫০ দিন প্রতি বছর তাপপ্রবাহে পরিণত হচ্ছে। এই শতাব্দীর শেষে এই অবস্থা প্রায় স্থায়ী চেহারা নিতে পারে তাপপ্রবাহের নিরিখে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন এই শতাব্দীর শেষের দিকে এপ্রিল থেকে জুন মাসে তাপপ্রবাহের পরিমাণ ১৯৭৬-২০০৫ সালের হিসাবের চেয়ে প্রায় ছয়গুণ বাড়তে পারে। এই তাপপ্রবাহের প্রভাব মানুষের শরীরের ওপর শহরাঞ্চলে পড়বে সবচেয়ে বেশি। শহরাঞ্চলের ঘনবসতি, ইট, লোহা পাথরের বাড়বাড়ন্ত, সবুজের অভাব তাপপ্রবাহের সহায়ক। মানুষ ছাড়া অন্য পশু পাখি, কীটপতঙ্গও এর

—এরপর চারের পাতায়

মুজাফ্ফর আহমেদ ও হরেকৃষ্ণ কোঙার

—দুয়ের পাতার পর

জামিনে মুক্ত হয়ে তিনি কলকাতায় আসেন এবং জ্যাকেরিয়া স্ট্রিটে 'গণশক্তি' কার্যালয়ে ওঠেন। সেই সময় আব্দুল হালিম, সোমনাথ লাহিড়ী, সরোজ মুখার্জী প্রথমে 'মার্কসবাদী', পরে 'গণশক্তি' সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করতেন।

১৯৩৩ সালে পার্টি বেআইনি ঘোষত হলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নৈনি সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়। ১৯৩৭ সালে তিনি মুক্তি পান। ১৯৩৭ হতে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত বাংলার পার্টির প্রাদেশিক কমিটিকে নেতৃত্ব দেন এবং সারা ভারত কিসান সভা গঠিত হলে তার সহ-সভাপতি হন। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর ভারতরক্ষা আইনে তাঁকে কলকাতা হতে বহিষ্কার করা হয়। কিছুদিন নবদ্বীপে আত্মগোপনে থেকে কলকাতায় ফিরে গোপনে পার্টির কাজ করতে থাকেন। এই সময় তিনি 'কাকাবাবু' নামে পরিচিত ছিলেন।

১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্ট দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৮ সালে পার্টি বেআইনি ঘোষিত হয় এবং কাকাবাবু গ্রেফতার হয়ে ছয় মাস জেলে কাটান। মুক্তির দুই মাস পর আবার গ্রেপ্তার হন। দমদম জেলে কমিউনিস্ট বন্দিদের প্রতি নির্যাতনের প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘটে এই বয়সে অসুস্থ শরীরে যোগ দেন। ১৯৫১-৫২ সালে তিনি পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক ছিলেন এবং ১৯৫২ সালের এবং ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনে তিনি নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন। এর আগে 'স্বাধীনতা' পত্রিকার নিজস্ব মেশিন ও গণশক্তি প্রেস গঠনের জন্য তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি বলতেন, পার্টির পত্র-পত্রিকা হলো সংগঠক। তার প্রসার ও প্রচার চাই। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের সময় আবার গ্রেপ্তার হন। ১৯৬৪ সালে পার্টির সংশোধনবাদীদের বর্জন করার আহ্বান জানান এবং সিপিআই(এম) গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। ১৯৬৪ সালে আবার গ্রেপ্তার হন। ১৯৬৬-তে মুক্তি পান। অসুস্থতার কারণে লেখালেখির দিকে মন দেন। ১৯৬৯ সালে তাঁর লেখা বই 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' প্রকাশিত হয়। দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে এটি একটি উল্লেখযোগ্য দলিল হয়ে আছে। দ্বিতীয় গ্রন্থ লেখার কাজ শুরু করলেও স্বাস্থ্যের জন্য পারেননি। ১৯৭৩ সালে ডিসেম্বরে তিনি প্রয়াত হন। তাঁর ৫৩ বছরের রাজনৈতিক জীবন আত্মত্যাগ ও অবদানে ক্রমভাস্বর হয়ে ওঠে। মতাদর্শগত সংগ্রামে ছিল তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা। তিনি বলতেন বন্ধুর চেয়ে পার্টি বড়। খেটে খাওয়া মানুষ ও কর্মীদের প্রতি ছিল গভীর মমত্ববোধ।

হরেকৃষ্ণ কোঙার— ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার এবং তাঁর বিকাশের আর একজন পথিকৃৎ হলেন কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার। গোটা দেশের কৃষক আন্দোলনের কিংবদন্তী নেতা। দেশের, বিশেষত রাজ্যের, কৃষক আন্দোলন, খেতমজুর আন্দোলন, শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের কর্মীদের কাছে হরেকৃষ্ণ কোঙার মানে একটি আবেগের নাম, একটি ভালোবাসার নাম, একটি প্রেরণার নাম। বর্ণময় জীবন, অসাধারণ বাগ্মিতা, ক্ষুরধার লেখনী আজও অনুপ্রাণিত করে। গরিব খেটে খাওয়া মানুষের আপনজন ছিলেন। জন্ম রায়না থানার কামারগড়িয়া গ্রামে ১৯১৫ সালের ৫ আগস্ট। প্রারম্ভিক পড়াশুনা মেমারিতে, পরে বঙ্গবাসী কলেজে। উচ্চ মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী পিতার ইচ্ছানুসারে তিনি ব্যবসার কাজে মন দেননি। যৌবন বয়সেই স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অনুশীলন সমিতির সাথে যুক্ত হয়ে যুগান্তর গ্রুপে যোগ দেন। ১৯৩২ সালে ১৮ বছর ৬ মাস বয়সে বিপ্লবী ডাকাতি মামলায় আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দি। ছয় বছরের কারাবাস। আন্দামান জেলে কমিউনিস্ট কনসলিডেশনে যোগদান। ১৯৩৮ সালে জেল হতে মুক্ত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। টানা ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে। তারপর সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে সিপিআই(এম) প্রতিষ্ঠাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। ১৯৬৪ হতে ১৯৭৪ পর্যন্ত সিপিআই(এম) পার্টিতে। জেলা হতে রাজ্যস্তরে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে উপনীত। শুরু করেছিলেন অবিভক্ত বর্ধমান জেলায় ক্যানেলকর-বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। বর্ধমান জেলায় প্রবেশ নিষেধ। গোপন কাজ, ১৯৪৩-৪৪ সালে অজয় নদীর বাঁধ আন্দোলন, ১৯৪৪ সালে গ্রেপ্তার, ১৯৫৭ সালের আইন অমান্য আন্দোলন এবং ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে ভারত-রক্ষা আইনে এক বছরের জেল। ১৯৬৪ সালে একই আইনে আবার গ্রেপ্তার। দেড় বছর জেল। সংকীর্ণতাবাদীদের বিরুদ্ধে নকশালপন্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

১৯৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষকসভার সম্পাদক। ১৯৬৮ সাল হতে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু সারা ভারত কৃষকসভার সাধারণ সম্পাদক। দেশে ও রাজ্যে কৃষক আন্দোলনে নতুন ভাবনা, নতুন পদক্ষেপ, নতুন জোয়ার। ভারত সরকারের আই.এ.এস, আই.পি.এস ক্যাডারদের কাছে মুসৌরিতে ভূমি ব্যবস্থা সংক্রান্ত সেমিনারে তাঁর অসাধারণ বক্তব্য। ভূমি ব্যবস্থা, ভূমি সমস্যা, ভূমি সংস্কার সম্পর্কে তার জ্ঞানের গভীর রূপ ছিল অতুলনীয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা তন্ময় হয়ে শুনেছে তাঁর সেই বক্তব্য।

অবিভক্ত বর্ধমানের কালনা বিধানসভা হতে তিনি বিধায়ক হন ১৯৬৭ সালে, প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের এবং ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী। সারা রাজ্যে কৃষকদের মধ্যে খাস ও বেনামি জমি দখলের আন্দোলনে যে জোয়ার তৈরি হয় তাতে তাঁরই অবদান ছিল অপরিসীম। তাঁর বক্তব্য—"লাঙল যার জমি তার, কিংবা আমি মন্ত্রী আইনে বাঁধা, কিন্তু কৃষক নয়—কৃষক লাঙলের ফলার ইনজাংশন তুলে দিবে"—লড়াকু কৃষকদের মধ্যে অনুরণন তুলেছিল। কৃষক আন্দোলনে নতুন দিশা দেখিয়েছিলেন। ঘুরেছেন বহু দেশ, বিদেশ। কৃষক আন্দোলনে উত্তাপ জুগিয়েছেন তাঁর লেখনীতে, তাঁর বক্তৃতায়। এমন একজন নেতাকে আমরা হারিয়েছি ১৯৭৪ সালে যখন তার বয়স মাত্র ৫৯ বছর।

পরিশেষে বলি, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ২০১৫ সালে 'হরেকৃষ্ণ কোঙার প্রবন্ধ সংগ্রহ' নামে যে পুস্তক প্রকাশ করেছে সেই পুস্তকে তাঁর ক্ষুরধার লেখনি বারে বারে পড়তে হবে। কেননা তার আবেদনগুলি আজও প্রাসঙ্গিক। ১৯৭১ সালে 'নন্দন' পত্রিকার শারদ সংখ্যায় তাঁর লেখা 'আধা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস ও বর্তমান কর্তব্য' প্রবন্ধ-এর প্রথম অনুচ্ছেদ দিয়েই এই লেখা শেষ করবো—"পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি দিন দিন আরো ঘোরালো হয়ে উঠছে। এই রাজ্যের শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণের সামনে আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক কঠিন সংগ্রামের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীর কর্তব্য, আজকের পরিস্থিতিকে সঠিকভাবে বোঝা, কোন দিকে অবস্থা যাচ্ছে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা রাখা এবং তার ভিত্তিতে চেতনার দিক দিয়ে, মনের দিক দিয়ে ও সংগঠনের দিক দিয়ে নিজেদের প্রস্তুত করা এবং জনগণকে সংগঠিত করা।"

মেমারি প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে বন-সৃজন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ৩০ জুলাই : মোহনপুর নওহাটি এস আর এস বিদ্যালয়ের ও মেমারি প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজন করা হল 'সবুজের অভিযান' শীর্ষক একটি কর্মসূচি। কর্মসূচিতে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা ও পরিচর্যা বিষয়ক আলোচনা করা হয়। শিক্ষার্থীদের নিয়ে ১০টি বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষরোপণ করা হয়। 'মেমারি প্রেস ক্লাবে'র তরফেই বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর নওহাটি এস আর এস বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিবাজী রায় সহ মেমারি প্রেস ক্লাবে'র সভাপতি নূর আহম্মেদ, সম্পাদক আনোয়ার আলী সহ অন্যান্য সহকর্মীরা।

এসএফআই-এর প্রোফেশনাল কনভেনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৪ আগস্ট : এসএফআই পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃতীয় টেকনিক্যাল প্রোফেশনাল কনভেনশন অনুষ্ঠিত হলো বর্ধমান শহরের এবিটিএ হলে। উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক গীষ্পতি চক্রবর্তী। অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন অনির্বাণ রায়চৌধুরী, রেজুরেখ দাশগুপ্ত। ১৭ জনের সাবকমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক হয়েছেন প্রদীপ পাল ও সোমনাথ দে।

নাদনঘাটে পড়ুয়াদের ঝুঁকিপূর্ণ নদী পারাপার

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৩ আগস্ট : কোনরকম নিরাপত্তা ছাড়াই নাদনঘাট রামপুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা খড়ি নদী পারাপার করছে। পূর্বস্থলী-১ ব্লকের নাদনঘাটের এই ঝুঁকিপূর্ণ নৌকা পারাপার নিয়ে কেউ দেখার নেই বা বলারও নেই। নদীমাতৃক কালনা মহকুমার বিভিন্ন ঘাটে এইভাবেই চলছে নদী পারাপার। তাই ছাত্র-ছাত্রী থেকে সাধারণ মানুষ প্রাণের চরম ঝুঁকি নিয়ে নৌকা পারাপার করছেন। অভিজ্ঞ

মানুষজনের দাবি, প্রশাসন নিরাপত্তা নিশ্চিত করুক।

শহিদ গফুর শেখকে স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৪ আগস্ট : ৭০ দশকের আধা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের যুগে শহিদ গফুর শেখকে স্মরণ করা হয় কালনার শ্রীরামপুর ও বাঘনাপাড়া স্টেশন চত্বরে। সিপিআই(এম)-এর কালনা লোকাল কমিটির তৎকালীন সম্পাদক গফুর শেখ সন্ধ্যায় বাঘনাপাড়া থেকে নিজের গ্রাম রুস্তমপুর যাওয়ার পথে শ্রীরামপুর গ্রামে প্রবেশ করার আগে ১৯৭১ সালের ৪ আগস্ট শহিদ হন। প্রয়াত হরেকৃষ্ণ কোঙারের সংস্পর্শে এসে তিনি খাদ্য দপ্তরের চাকুরি ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ তিনি নিজেকে সিপিআই(এম)-এর কাজে নিযুক্ত করেন। স্মৃতিচারণা করেন সিপিআই(এম) জেলা নেতা শুকুল সিকদার, বিকাশ নাথ প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন আলিম শেখ, শ্যামল পাল, রাখোহরি সেন, মান্নান শেখ প্রমুখ।

গিরিধারী স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৪ আগস্ট : আঞ্চলিক ইতিহাস অনুসন্ধানী গিরিধারী সরকারকে স্মরণ করলেন বর্ধমানে ইতিহাস-শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজনরা। আজ রমজান এডাকেমি সভাকক্ষে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন কবি ও চিত্রকর শ্যামলবরণ সাহা, স্বপ্নকমল সরকার 'গিরিধারী স্মরণ সংখ্যা' বাল্মীকি ও আলোবাতাস প্রকাশ করে। উপস্থিত ছিলেন সঞ্জীব চক্রবর্তী, দেবেশ ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা।

জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১ আগস্ট : মেমারি-১ পূর্ব এরিয়া কমিটির দেবীপুর-১ শাখার পার্টি সদস্য ষষ্ঠীচরণ পাল (৭০) প্রয়াত হয়েছেন। মস্তিস্কের রক্তক্ষরণের ফলে বর্ধমানে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি ছিলেন। ৩১ জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়। কম বয়স থেকেই বামপন্থার প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল। অবসর গ্রহণের পর দেবীপুর স্টেশনবাজারে বসবাস শুরু করেন ও বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। ২০২১ সালে তিনি সিপিআই(এম)-এর সদস্যপদ অর্জন করেন। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অভিজিৎ কোঙার সহ এরিয়া কমিটি ও শাখার নেতৃত্ব এবং কর্মীরা। তাঁর স্ত্রী ও পুত্র কন্যা বর্তমান।

—প্রথম পাতার পর

কেড়ে নেয় গরিবের রুটি

দেবে? মুখ্যমন্ত্রী হায় হায়। গোটা এলাকার পরিবেশ শিশু, মহিলার কান্নায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। আম্মনা আইচ বলেছেন এই রাজত্বে চাকরি নেই, কাজ নেই কি খাওয়াবো আমরা পরিবারকে? ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনো করাবো কিভাবে? আমরা তো চুরি করিনি খেটে খাচ্ছি।

গোটা বর্ধমান শহরের ফুটপাত, ড্রেন সবই তৃণমূলের নেতারা বিক্রি করেছে। ৩০-৩৫ হাজার টাকা নিয়ে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে হকার বসানো হয়েছে এখন সেই দলের মুখ্যমন্ত্রী সরকারি জমি দখলের আজুহাত তুলে হকার উচ্ছেদের ফতোয়া জারি করেছেন। মিঠাপুকুর ভাঙ্গা মসজিদ পাড়ার শেখ রমজান তীব্র ক্ষোভ জানিয়ে বলেন আমি চল্লিশ বছর ধরে কংগ্রেস, তৃণমূলের এজেন্ট। যারা টাকা নিলো তাদের শাস্তি হলো না, কাউন্সিলররা সব চোর। কাউন্সিলররা কোটিপতি হয়ে গেল, আর আমাদের সামান্য দিন গুজরানের পথ বন্ধ করে দিল।

গরিব মানুষ ফুটপাতে ব্যবসা করছিল তাঁদের উপর এইভাবে বুলডোজার চালানোর নিন্দা করেছে সি আই টি ইউ। সংগঠনের জেলা সভাপতি নজরুল ইসলাম বলেছেন, এই বর্ষার সময় পুর্নবাসন না দিয়ে হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আমরা পথে নামবো। ২০১৪ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের আইনকেও মানছে না এই প্রশাসন।

পাখি-চোখ-৮৯

রত্না রশীদ

ভয়াবহ প্রাকৃতিক রোষের কবলে ভারতবর্ষ। উত্তর থেকে দক্ষিণ-পুব থেকে পশ্চিম পরপর সাংঘাতিক ভূমিকম্প, ভূমিক্ষয়, জলমেঘ বিস্ফোরণ। পাহাড় ভেঙে ভেঙে জনবসতি ধ্বংস করা, হড়পা বানের আকস্মিকতা—বিপর্যস্ত করে তুলেছে জনজীবন। গ্রামের পর গ্রাম, সুসজ্জিত শহরের পর শহর আচমকা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে কাদা মাটি পাথর ও জলের সম্মিলিত প্লাবনে। ছবি দেখে মনে হচ্ছে যেন কাদামাটি পাথরের অপ্রতিরোধ্য নতুন কিসিমের ঠাণ্ডা আগ্নেয়গিরি। স্রেফ জলে ভেসে গেলেও জীবন্ত বা মৃত মানুষকে চোখে দেখে উদ্ধারে তড়িঘড়ি নেমে পড়তে পারে উদ্ধারকারী দল, —কিন্তু কাদার স্রোতে যে কে কোথায় আটকে পড়েছে তা ঠাওর করতে স্থল-জল-নৌবাহিনী নাজেহাল, আনতে হয়েছে স্নিফার ডগ। টোটাল ডিজাস্টার—মূর্তিমান ধ্বংস সামগ্রিক মনুষ্যনির্মাণকে জিভ ভেঙাচ্ছে।

কেউ কেউ আবার তীর্থযাত্রায় গিয়ে পাহাড়ের ধসে চাপা পড়ে শেষ, অথবা বেঁচে গিয়ে থাকলেও অনশনে আধমরা হয়ে অনির্দিষ্ট সময় আটকে রইলো, যার যন্ত্রণা মৃত্যুরও অধিক। প্রায়শই ঘটছে, তবু মানুষ বদ্ধ বিশ্বাস নিয়ে বারংবার ওই অকুস্থলেই ছুটছে জন্মগত অপরাধীর মতো। জীবন তো একটাই, অতো হেলাফেলা করলে চলে?

প্রকৃতির আচম্বিত রোষ পুরোটা এড়ানো না গেলেও কিন্তু বৈজ্ঞানিক সাবধানবাণী তো মান্য করে চলা এমন বড়ো কিছু ব্যাপার নয়। তার মধ্যে কমন একটা হলো—বর্ষায় পাহাড়ে ভ্রমণে না যাওয়াই শ্রেয়। এমনিতেই পাহাড় প্রকৃতির এক রহস্যময়ী সুন্দরী। খানিক খামখেয়ালী মেজাজ তার। বর্ষাতে একেবারেই পাগলাচণ্ডী। কাউকে রেয়াত করার প্রশ্নই নেই। এসব জানে না এমন কেউ নেই। তবু ওই বর্ষাতেই সপরিবার পাহাড় ভ্রমণে যায় গুচ্ছের বেআক্কেলে মানুষ। তার একটা বড়ো কারণ স্রেফ টাকা বাঁচানো। বর্ষায় পাহাড়ে ভ্রমণ খরচ অর্ধেকেরও কম। সহজে বুকিং পাওয়া যায়। টাকা ও আরামের কাছে এরা সপরিবার জীবনকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে এক মুহূর্তও ভাবে না। কি বলবো এটাকে? লোভ? নাকি অবিমৃশ্যকারিতা? মানুষের অজান্তে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক বিপর্যয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ এড়াতে পারে না, কিন্তু সব জেনেশুনে প্রকৃতির প্রায় নির্ধারিত রোষ জড়িয়ে ধরার উত্তর একটাই, মানুষের লোভ আর লোভ।

মানুষের লোভের থাবাতে প্রকৃতির নৈসর্গিক গোপনীয়তা, প্রাইভেসি লুঠ হয়ে চলেছে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ। কথা বা বর্ণমালা প্রয়োগ করে না প্রকৃতি, কিন্তু তার জেসচার তো বোঝো হে প্রকৃতিপ্রেমিক লালু-ভুলুরা। যে স্থানটি ভালো লাগবে সেখানেই বসবাসের (সাময়িক) আকৃতি জন্ম দিয়েছে লাখো লাখো হোটেল, রিসর্ট, হোম-স্টে, তাঁবু ইত্যাদি ইত্যাদি। এটা পরিষ্কারভাবে প্রকৃতিকে ধর্ষণ। গায়ের জোরে চালিয়ে যাবে? দ্যাখো পেরে ওঠো কিনা। নিয়ম মানা মানুষের চরিত্রে না থাকলে প্রকৃতি ঘাড় ধরে শিখিয়ে দেবে। কোথাও কোনো বৈজ্ঞানিক নিয়মকে তোয়াক্কা করবো না, টাকা ছাড়া কাউকে চিনবো না, প্রকৃতি আবার কী জিনিস যে তাকে পাত্তা দিতে হবে? কিন্তু কথাতেই আছে, নেচার উইল মেনটেইন হার ওন কোর্স। তুমি পাহাড়ের টঙে হোটেল বানিয়েছো— প্রকৃতি পাহাড় সমেত নেমে এসে সমতলে তোমার হোটেলে ঢুকে গেছে। তুমি সমুদ্রতীর ধরে রিসর্ট বানিয়েছো, সমুদ্র এসে ঢুকে পড়েছে তোমার বেডরুমে। নিজের হোমের স্বাদ বাইরে মেটাতে হোম-স্টে গড়েছো যত্রতত্র, প্রকৃতির কোলে প্রকৃতির মতন করেই যে থাকতে হয় সে শিক্ষা না পেয়ে থাকলে, সে নির্মিতি 'হোম' তছনছ করে অট্টহাসি হাসবে। এ-কোনো প্রতিশোধ নয়, এ হলো শিক্ষা। যেখানে যাবে সেখানকার মতো চলতে শেখো—বি রোমান হোয়েন ইউ আর ইন রোম। তুমি হনুলুলু গিয়ে পোস্তোর বড়া খেতে চাইতেই পারো, টাকা ফেললেই পাবে, তোমার হনুলুলু ভ্রমণ কিন্তু বৃথা হয়ে গেল। ঘাড় ধরে প্রকৃতি তোমায় বুঝিয়ে ছাড়বে।

(চলবে)

শহরও থই থই

—প্রথম পাতার পর

পঞ্চায়েতের ধেনুয়া গ্রামে। প্রবল বৃষ্টির জেরে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এই এলাকায়। দুপুরে বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে নেমে নিখোঁজ হয়ে যায়। গ্রামবাসীরা এসে জলে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তার সন্ধান পাইনি।

বর্ধমান শহরে নিকাশি ব্যবস্থা, সেই সঙ্গে বুলডোজার অপারেশনের পর ধ্বংসস্তুপ জল-যন্ত্রণা শহরের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে ডেঙ্গুর প্রভাব আরও বাড়বে বলে সূত্রের খবর। জল-যন্ত্রণার আগেই রসিকপুর অঞ্চলে দশ জনের ডেঙ্গু ধরা পড়ে। আরও ছড়িয়ে যাবে বলে অনেকে মনে করছেন।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বাকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

—কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি

QR কোড স্ক্যান করে সরাসরি আপনি টাকা পাঠাতে পারেন।

জন্মবার্ষিকীতে আলোচনাসভা

—প্রথম পাতার পর

অথচ আমাদের বিজ্ঞান ছাড়া জীবন অচল। তাই বিজ্ঞানকে আরও জনমুখী করে তোলার চেষ্টা করতে হবে আমাদের দেশকে। শেষে পূর্বস্থলী অক্ষয় কুমার দত্ত স্মৃতি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে বিশেষ ঘোষণা করা হয়। বলা হয় পূর্বস্থলীর দুই কৃতী সন্তান অক্ষয় কুমার দত্ত এবং কালাজ্বরের ঔষধ আবিষ্কারক উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর চিন্তা-চেতনাকে সামনে রেখে পূর্বস্থলীর জাগরণ ঘটানো হবে। পূর্বস্থলী রেল স্টেশন চত্বরে এই দুই কৃতী সন্তানের মূর্তি স্থাপন করা হবে। এদিন এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি রক্ষার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিধায়ক তহবিল থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

তাপপ্রবাহ

—তিনের পাতার পর

প্রভাবের আওতার বাইরে থাকবে না। এই তাপপ্রবাহের কারণে বহু পশুপাখির বিলুপ্তির সম্ভাবনা আছে বলে মনে করেন বহু পরিবেশবিদ। এছাড়া শস্য উৎপাদনও প্রভাবিত হতে পারে তাপপ্রবাহের কারণে। শস্য উৎপাদন সঙ্কটের মুখে পড়তে পারে।

এইসব বিষয় পৃথিবীর সব দেশের বিজ্ঞানীদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উন্নত, অনুন্নত, সবদেশের বিজ্ঞানীরা একমত হয়েছেন বিশ্ব উষ্ণায়ন, তাপপ্রবাহ এইসব বিষয়ে। মানুষের দ্বারা সৃষ্ট শিল্পায়নের প্রভাব প্রকৃতিকে প্রভাবিত করছে এমন ভাবে, যেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মানুষকেই উদ্যোগী হতে হবে। প্রকৃতির নিজের ক্ষমতাবলে নিজেকে শুদ্ধ করার ক্ষমতার একটা সীমা আছে। আমরা তাকে অতিক্রম করলে মানুষের এই গ্রহে টিকে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ হতে বাধ্য।

ব্যাপারটা শুধু বিজ্ঞানীরা বুঝলে হবে না। বুঝতে হবে বিশ্বের সব দেশের রাজনীতিবিদদের। সমাজ পরিচালনার কাজ করে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র পরিচালিত হয় রাজনীতিবিদদের দ্বারা। বিজ্ঞানীদের পরামর্শ কার্যকরী করার দায়িত্ব রাজনীতিবিদদের বা রাষ্ট্রপরিচালকদের। কিন্তু মুশকিল হলো পৃথিবীর সর্বত্র রাজনীতিবিদদের এক বড় অংশ বিজ্ঞানী, শিল্পী, সাহিত্যিকদের কথা শুনতে খুব একটা আগ্রহী নন। অথচ বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মানুষ যা যা করতে পারে তার প্রায় সবটাই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। লাগামহীন গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন আটকানোর প্রথম পদক্ষেপ হলো আইনি পদক্ষেপ। আর আইন প্রণয়ন থেকে তা কার্যকরী করার বিষয় রাষ্ট্রপরিচালক বা রাজনীতিবিদদের হাতে। ফলে বিজ্ঞানী থেকে সাধারণ মানুষ, যারা বহু জায়গায় জলাভূমি রক্ষা থেকে দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য রাস্তায় নামছে, খাল-বিল বুজিয়ে বনাঞ্চল সাফ করে বহুতল থেকে শপিংমল তৈরির উদ্যোগকে ঠেকানোর জন্য রাস্তায় জড়ো হচ্ছে, রাষ্ট্রশক্তি বহু জায়গায় দাঁড়াচ্ছে তাদের পাশে নয়, তাদের বিপরীতে। তাই তাপপ্রবাহ আটকানোর, বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ, সোজা কথায় বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর লড়াই ছোট আকারে হলেও দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র। এই লড়াইটা প্রকৃত অর্থেই বৈশ্বিক, দেশ-বিদেশের সীমার উর্ধ্বে এই লড়াইয়ের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে ধীরে ধীরে। আপাতত বাঁচার এই একটামাত্র পথই দেখা যাচ্ছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ফ্রন্টলাইন, আগস্ট, ৯, ২০২৪

Editor : Jyotirmay Bhattacharya, Printed & Published by Dinesh Jha on behalf of Natun Chithi Trust from 62 B.C Road, Anita Cinema Lane, Bardhaman-713101, Printed at Natun Chithi Press with assistance of Sadhana Press 11 J B Mitra Road Burdwan-713104, Mobile : 9434251586, Mail : weeklynatunchithi@gmail.com Price : Rs. 2/-